পবিত্র অধিকারীর সাথে একটি সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকারঃ কৌস্তুভ অধিকারী

বলা যেতে পারত, ৭৩টি বসন্ত দেখেও তিনি এখনও চিরনবীন। কিন্তু না, তিনি রোমান্টিক প্রেমের কবিতা লেখেন না। তাই এই ক্লিশে অতিরঞ্জন ব্যবহারের দায় আমার নেই। বরং বলা যেতে পারে, ৭৩ বছর ধরে এ পৃথিবীর মানুষের ভণ্ডামি, অসঙ্গতি, ধূর্ততা আর স্বার্থপরতা দেখে আসছেন তিনি, যার প্রতিক্রিয়া তাঁর কলমে রূপ নেয় ব্যঙ্গকবিতার। তা কারুর প্রাণে জাগায় ভীতি, কারো বা সমীহ, আর আমাদের মত অনেকের মনে নির্মল আনন্দ।

পবিত্র অধিকারী বর্তমানে রসসাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য (যদিও তাঁর আক্ষেপ, এ বিষয়ে তেমন প্রতিযোগিতা নেই – সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ও তো এসব লেখা ছেড়ে সৎসঙ্গে মেতে আছেন)। কেবল তাই নয়, এ বিষয়ে তাঁর একাধিক মৌলিক গবেষণাগ্রন্থও রয়েছে। আনন্দের কথা, পাঠক সমাজ তাঁর এ প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দিয়েছে, অ্যাকাডেমি পুরস্কার, লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন পুরস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে।

প্রশ্ন করি, পাঠকদের কি বলবেন – আপনি কি লেখেন?
- রসসাহিত্য।
- নবরস থাকতে সব ছেড়ে রম্যরচনাকেই রস-সাহিত্য বলা হয় কেন?
- সাহিত্যের দরবারে এর একটা বিশেষ স্থান চিহ্নিত করার জন্য।
- সে স্থানটা কেমন – উঁচু না নিচু?
- নিচুই বলতে হবে; অনেকের কাছেই সিরিয়াস সাহিত্যের তুলনায় রম্যরচনা তেমন মর্যাদা পায় না।
- রম্যরচনার প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ?
- রসসাহিত্যিকের একটা তৃতীয় নয়ন থাকতে হয়; যা সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও রসের উৎস দেখতে পায়। এই অন্তর্ভেদী তির্যক দৃষ্টিটা অনেকের সহ্য হয় না।

জিজ্ঞাসা করি, এই তৃতীয় নয়ন আপনার মধ্যে জাগল কিভাবে। উত্তর পাই, হেরিডিটি এবং এনভায়রনমেন্ট। অর্থাৎ, তাঁর পারিবারিক বৈষ্ণবীয় মননে এক নিস্পৃহতা এবং আত্মজিজ্ঞাসার বীজ ছিল। এর সঙ্গে ছিল মায়ের দিকে লেখালিখির চল। আর যেহেতু এ বড় সুখের সময় নয়, অসঙ্গতি-ভরা সমাজে উপাদানের অভাব নেই একজন চিন্তাশীল মানুষের জন্য। তিনি আরো জানান, দীর্ঘ ৪০ বছর নিষ্ঠাভরে বামপন্থী রাজনীতি করেছেন তিনি, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে। কিন্তু এখনকার সকাল-বিকেল মতাদর্শের বদল তাঁকে আহত করে। উদাহরণ দেন, বাংলা থেকে গোর্খাল্যান্ড হবার আন্দোলন হল বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ, কিন্তু তেলেঙ্গানার দাবির বেলায় আমরা বলব, তাদের স্বরাজ্যের অধিকার! এই নিয়ে কবির স্বকণ্ঠে পাঠ করা কবিতাটি পালকির ওয়েবসাইটে শুনতে পারেন এখানেঃ
http://calcuttans.com/palki/interview-with-pabitra-adhikari

> দার্জিলিংএর সুবাস ঘিসিং
> মেম-কে এবার করে কিসিং,
> সিপিএম-কে মারল ঢিসিং;
> বুদ্ধবাবুর মতে এটা
> বাংলা থেকে গোর্খা মিসিং।

কিন্তু ঢুকলে তেলেঙ্গানায়
বিচ্ছিন্নতা বাদ পড়ে যায়;
মেমের সঙ্গে হেম এসে লাগে-
নয়খানি সিট বেশ জেতা যায়।

তবে, তিনি বলেন, রসসাহিত্য লেখার অর্থই হল, তাতে রস থাকতে হবে; ব্যঙ্গলেখকের রচনা তাই মিছরির ছুরি, হাসি দিয়ে সরস করা। জানালেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে শেরিফ করা নিয়ে তাঁর রচিত ব্যঙ্গকবিতাটি পড়ে অনেক মন্ত্রী-মাথা তাঁকে গোপনে ফোনে বলেছিলেন; ভাল করেছেন দাদা লিখে, আমরা তো প্রকাশ্যে বলতে পারি না কিছু! সত্যিই, রাজার ভুল ধরিয়ে দেবার জন্যই তো বিদূষকের প্রয়োজন।

মাঝরাত্তিরে যারা একদিন শাসন করিত শহর,
তাদের কাজের বহর
মাপিয়া, দেখিল গতিশীল সরকার-
এ ‘দুঃসময়ে’ তাদের বড়ই দরকার;
কেননা তাদের জানা হয়ে গেছে রাস্তাঘাটের tariff,
তাইতো তাদের মুখিয়াকে ধরে বানাইয়া দিল sheriff.

এই প্রসঙ্গে উঠে আসে, রম্যরচনার পাঠক এবং লেখক হতে গেলে পড়ার অভ্যাস থাকার প্রয়োজনীয়তা। কারণ, রম্যরচনা লেখা সবচেয়ে কঠিন, আর তা বুঝতে গেলেও চর্চা দরকার। ব্যঙ্গ বুঝতে গেলে, যা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ সেটাই জানা না থাকলে রসাস্বাদন হবে কি করে? এখনকার যেমন অনেকেরই ‘কৃত্তিবাস’ পড়া নেই, তাই কবি যে তাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ‘আমরা চার বন্ধু মাঝরাত্তিরে কলকাতা শহর শাসন করে ফিরতাম’ উল্লেখ করেছেন, তা বুঝতে পারেন না; বা তাঁদের হয়ত জানা নেই যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ‘দুঃসময়ে’ বলে নাটক লিখেছিলেন।

জানতে পারি, সব লেখকের জীবনেই সেই একই ঘটনা – বিখ্যাত হবার আগে, প্রকাশক তাড়িয়ে দেয় লেখা দিতে গেলে; আর বিখ্যাত হবার পরে, প্রকাশক তাড়া দেয় লেখা দেবার জন্য। প্রশ্ন করি, নতুন লেখকদের সুবিধা করে দেবার জন্য আপনি কি করছেন। এর উত্তরে শোনা গেল এক কাহিনী। কৈশোর থেকে তিনি সিরিয়াস লেখাই লিখতেন; কবিতার বইও বেরিয়েছিল। সমস্যা হল রঙ্গকৌতুক লিখতে গিয়ে। তাতে এমন তীব্র ব্যঙ্গ থাকত যে ছাপাবার সাহস করত না কেউ। তাই নব্বই এর দশকে নিজেই ‘রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকেষু’ বলে একটি লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন বার করা শুরু করেন। ক্রমে তাঁর মজার লেখা পরিচিতি পায় – এখন তো লোকে তাঁর সিরিয়াস লেখার কথা ভুলেই গেছে। তাঁর ব্যঙ্গকবিতা পড়ে সরিৎশেখর মজুমদার, শ্রীপান্থ, কুমারেশ ঘোষ ইত্যাদি সেযুগের দিক্‌পালরা তাঁকে স্বাগত জানান রসসাহিত্যিকের জগতে। আর এখন তিনিই অপেক্ষা করে থাকেন তাঁর পত্রিকার মধ্যে দিয়ে প্রতিভাবান লেখকদের সুযোগ করে দিতে, কারণ রসসাহিত্যিক সুলভ নয়। তবে এখনো কিছু শক্তিশালী লেখক আছেন, এই আশার কথা। অনেকেই যেমন যোগাযোগ করেন লেখা পাঠাবার ইচ্ছায়। আর উৎসাহী পাঠকেরও অভাব নেই – তাঁদের পত্রিকার কপি পড়ে থাকেনা স্টলে; এমনকি আসামেও তার চাহিদা।

লেখক ও প্রকাশক হিসাবে তাঁকে জানার পরেও বাকি থাকে তাঁর গবেষক সত্তার সঙ্গে পরিচিতি। দেশভাগের ফলে উদ্ভুত পরিবেশে অর্থাভাব ও সাংসারিক দায়িত্বের জন্য তাঁকে বি.এ. করেই পোর্ট ট্রাস্টের সামান্য চাকরিতে ঢুকতে হয়। সাহিত্য তাঁর নেশা; এবিষয়ে তিনি স্বশিক্ষিত। বঙ্গসাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গ নিয়ে তিনিই প্রথম সাধারণের পাঠের যোগ্য নানা বই প্রকাশ করেন – তিনশ বছরের বাংলা প্যারডি, তিনশ বছরের বাংলা রঙ্গনাট্য, রঙ্গ ব্যঙ্গ কাব্য, নির্বাচিত যষ্টিমধু ইত্যাদি। জানা গেল, বাংলায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ, অনূদিত প্রথম বই – সবই রসসাহিত্য। প্রথম প্যারডিকার হিসাবে তিনি স্বীকৃতি দেন আজু গোঁসাইকে; আর আমাদের পাঠকদের জন্য জানালেন এই দুর্লভ তথ্যটি – প্রথম

মহিলা প্যারডিকার হলেন স্যার উমেশ চন্দ্র বোনার্জীর সহোদরা মোক্ষদায়িনী দেবী, যিনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার মেয়ে'র প্যারডি করেন 'বাংলার বাবু'।

সাক্ষাৎকার নিতে গেলে কিছু প্রথাগত প্রশ্নও করতে হয়, যেমন সাহিত্যের হালচাল, সমাজের অবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু যে উত্তরগুলো পেলাম তা একেবারেই গতানুগতিক নয়। বললেন, এখন সমাজে অসঙ্গতি ক্রমবর্ধমান, তাই তার নিদান হিসাবে সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনাও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কারণ, মানুষের হাতে সময় এখন কম, পড়ার সময় আরো কম, তাই তারা যেটুকু পড়বে সেটাই হওয়া দরকার প্রতিবাদী ব্যঙ্গসাহিত্য।

(বেনি সান্তোসা'র শিল্পদ্যোগ ব্যর্থ হওয়া নিয়ে)

যেহেতু আমরা প্রকৃতই বাম,
তাই ছাড়ছিনা শ্রেণীসংগ্রাম –
যদিও আমরা বেচলাম, বেনি,
বেণীর সঙ্গে মাথা তো বেচিনি!

তবে, ব্যঙ্গ লেখা কঠিন, আর ছন্দ মিলিয়ে কাব্যরূপ দেওয়া আরো কঠিন। তাই সিরিয়াস সাহিত্যে কম সময়ে পড়ার জন্য কবিতার সংখ্যা বাড়তে পারে, রম্যরচনায় তা হওয়া মুশকিল।

কবিকে অনুরোধ করি, পালকিতে প্রকাশের জন্য তাঁর কোন অপ্রকাশিত কবিতা দিতে। তিনি তা তো দেনই, আরো বলেন, পালকির কোন লেখক তাঁর পত্রিকায় লেখা দিতে চাইলে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করবেন।

মে-ডে

আট ঘন্টার লড়াই লড়ে
ছিনিয়ে আনা 'মে-ডে'
বারো ঘন্টার ঘানি টানায়
অসহায় 'কমরেডে'
লগ্নি টানতে শ্রমিক নেতা
যাচ্ছেন বেলগ্রেডে
লবণ হ্রদের ফিতে কাটতে
আন্তর্জাতিক ব্লেডে।
আর কটা দিন বাঁচবে 'মে-ডে'
ইনকিলাবি রেডে।

'রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকেষু' পত্রিকার ঠিকানাঃ
Ranga Byanga Rashikeshu
29, Barkipara Road, Kolkata 700034
Email: rangobyango@yahoo.com